ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৯৭৯(আগরতলা-২৪।১১)
কমলপুর,২৪ নভেম্বর,২০১৮

ত্রিপুরাকে নানা বিষয়ে স্বনির্ভর করে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর : মুখ্যমন্ত্রী

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের ১২২ বছর ধরে বড়লুতমায় মহারাসলীলা উদ্‌যাপন ভারতীয় সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্যের নিদর্শন। ভারতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি বহু ভাষাভাষীর, বহু ধর্মের মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। গতকাল কমলপুর মহকুমার বড়লুতমায় মহারাসলীলা উৎসবের উদ্বোধকের ভাষণে এই কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসবকে ঘিরে উদ্যোক্তাদের সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধির ব্যাপারে আগামী বছর থেকে চিন্তা-ভাবনা করা হবে বলে তিনি জানান। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলিকে কাজে লাগিয়ে এই এলাকার উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, সরকার স্বরোজগার কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এতে আট মাসের মধ্যে প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি বেকার যুবক-যুবতী স্বরোজগারে যুক্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার ৩৭ লক্ষ জনতার সরকার। তাই মেধা সম্পন্ন উপযুক্ত প্রার্থীরা যোগ্যতাবলেই সরকারি চাকরি পাবেন। তিনি বলেন, নেশামুক্ত ও নারী নির্যাতন মুক্ত সমাজ গড়ার কাজে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারি তথ্যানুযায়ী গত আট মাসে নারী নির্যাতনের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কমেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সরকারি নতুন ডাই-ইন-হারনেস স্কিম ও অটল জলধারা যোজনায় বিনা ব্যয়ে বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক আশিস দাস, মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব, পুলিশের আই জি, টি এস আর তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট কমল চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন ট্রাস্টের সম্পাদক নীলকান্ত সিন্‌হা। সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রশান্ত সিংহ।

*****